বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
বিআইডিএস

সংবর্ধনা ও উদ্যোক্তা সম্মাননা ২০১৫

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে গতকাল সংবর্ধিত সাবেক দুই গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে এক মঞ্চে সমবেত সুধীবৃন্দ

আরো খবর ও ছবি
» পৃষ্ঠা ২, ৮ ও ১৬

সংবর্ধিত সাবেক দুই গভর্নর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পথচলায় পেরিয়ে গেছে চার বছর। সময়ের এ পরিক্রমায় নানা বিষয়ে ঋদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলছে ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রধান উপজীব্য করে বাংলা ভাষায় দেশের প্রথম দৈনিক বণিক বার্তা। বাণিজ্য, অর্থনীতি, উন্নয়নসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুকে বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থাপন করে আসছে দৈনিকটি; ভূমিকা রাখছে সমৃদ্ধির সহযাত্রী হিসেবে। আর এ উদ্যোগ শুধু নগরকেন্দ্রিকই থাকেনি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক পালাবদল— সবকিছুই গুরুত্ব পেয়েছে।

এগিয়ে চলার এ পথপরিক্রমায় প্রচেষ্টা ছিল সবসময় নতুন কিছু উপস্থাপনের, ভিন্ন উদ্যোগ সৃষ্টির। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সঙ্গে যৌথভাবে *বণিক বার্তা* গতকাল আয়োজন করে 'সংবর্ধনা ও উদ্যোক্তা সম্মাননা ২০১৫'।

ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উন্নয়ন গবেষণা ও নীতিপরিকল্পনায় অসামান্য অবদানের জন্য বণিক বার্তা ও বিআইডিএসের পক্ষ থেকে এ বছর সংবর্ধনা দেয়া হয় দেশের সাবেক সফল দুই গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে। পাশাপাশি দুজন সফল উদীয়মান উদ্যোক্তাকেও এদিন সম্মাননা প্রদান করা হয়। রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে গতকাল সংবর্ধনা ও উদ্যোক্তা সম্মাননা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, সরকারি বিভিন্ন নীতিগবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে শুরু হয় বণিক বার্তার যাত্রা। তবে মনের কোণে আরো কিছু চিন্তা ছিল। যেমন— রাজনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক অগ্রগতি। এ দুয়ের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা যায়, তার চেষ্টা সবসময়ই করেছে বণিক বার্তা।

তিনি বলেন, যে প্রয়াস নিয়ে শুরু হয়েছিল বণিক বার্তা, তাতে কতটুকু সফল হয়েছে, তা আপনারাই বিচার করবেন। তবে বণিক বার্তা সবসময় নতুন ও মহৎ কিছুর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছে; উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সহযাত্রী হিসেবে অবদান রাখার চেষ্টা করেছে। আর তারই অংশ হিসেবে বিআইডিএসের সঙ্গে যৌথভাবে দেশের সাবেক সফল দুজন গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে সংবর্ধনা দেয়ার এ উদ্যোগ। আসলে তাদের মতো এমন প্রচারবিমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই তাদের সংবর্ধিত করতে পেরে গর্বিত বণিক বার্তা ও বিআইডিএস।

সংবর্ধনার জন্য নির্বাচিত সাবেক দুই গভর্নর সম্পর্কে এর পর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। তার আগে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের কর্মময় জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

সাবেক দুই গভর্নর সম্পর্কে অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, সম্মাননার জন্য নির্বাচিত দুজনই আমার খুব ঘনিষ্ঠ। ফরাসউদ্দিন আমার বড় ভাইয়ের মতো। আর সালেহউদ্দিন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনের মধ্যে অনেক মিল, যা বণিক বার্তা ও বিআইডিএস লক্ষ করেছে কিনা জানি না। এরা দুজনই অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন, দুজনই প্রথম শ্রেণী পান। দুজনই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। আবার দুজনই সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। দুজনই গবেষক ও উন্নয়নকর্মী। দুজনই পিকেএসএফে আমার সহকর্মী ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকেও দুজনকে সহকর্মী হিসেবে পাই। এদের মধ্যে কে বেশি সফল, তা বলতে যাব না। তবে দুজন দুভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। দুজনের মধ্যে আরো মিল আছে। তারা দুজনের কেউই এখনো অবসরে যাননি; শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

সাবেক দুই গভর্নরের কর্মজীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. মসিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে যখন কারো নাম নির্বাচনের দায়িত্ব পড়ে, তখন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ছাড়া কারো নাম মাথায় আসেনি। তিনি সারা জীবন মানুষের জন্য কাজ করেছেন। যখনই সুযোগ এসেছে মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর সালেহউদ্দিন যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র, আমি তখন সেখানকার শিক্ষক। এজন্য আমি গর্ববোধ করি।

দুই কৃতী মুখের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে ড. মসিউর রহমান বলেন, ফরাসউদ্দিন ও সালেহউদ্দিন যখন গভর্নর, তখন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুব বেশি ছিল না। এর মধ্যেও তারা সুষ্ঠুভাবে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেননি। আবার মুদ্রা সংকোচন করে প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্তও করেননি। দুজনই সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ড. মসিউর রহমানের বক্তৃতার পর সংবর্ধিত করা হয় ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে। এ সময় তাদের উত্তরীয় পরিয়ে দেন ড. মসিউর রহমান। আর সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। একই সঙ্গে তাদের একটি করে পোর্ট্রেটও উপহার হিসেবে তুলে দেয়া হয়। পোর্ট্রেট যৌথভাবে তুলে দেন অধ্যাপক

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বাকি সময়টাও মর্যাদা নিয়ে কাটাতে চাই

—ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

আজ যে সম্মানে আমাকে ভূষিত করা হলো, জানি না তার যোগ্য কিনা। তবে জীবনের সাড়ে সাত দশক যেভাবে পেরিয়ে এসেছি, বাকিটাও সেভাবে পার করতে চাই।

কীভাবে অর্থনীতিবিদ হইনি তা বলব। বলা হয়েছে, ভালো ছাত্র ছিলাম। আমি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি। মাস্টার্সে বিভিন্ন কারণে প্রথম শ্রেণী না পেলেও প্রথম হয়েছি। পেছনের গল্পও অনেক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন। ১৯৬০ সালে ভর্তি হই। উত্তাল দিন। ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী, তবে নেতৃস্থানীয় নই। এসএম হলের সহসভাপতি নির্বাচিত হই ১৯৬৩ সালের ৫

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছি

—ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

আমার জীবনবৃত্তান্ত বিরাট। ক্যারিয়ারটা একটু দোলাচলে কেটেছে। শুরুতে শিক্ষকতা, তার পর চলে গেলাম সিভিল সার্ভিসে। এর পর কাজ করেছি বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে। মাঠ পর্যায়ে বেশি দিন ছিলাম না। মনে আছে আমি যখন সিরডাপে ছিলাম, অনেকেই তখন এডিসি বা ডিসি হিসেবে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে মানুষের ঢিল ছোড়াছুড়ির মধ্যে যেতে চাইনি। আমি এসডিও হিসেবে কাজ করেছি।

একটু ভুল আছে বোধহয় জীবনে। আমি ঢাকার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলাম বছর দেড়েক। মুনীর চৌধুরী ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। তখন

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সংবর্ধিত সাবেক দুই গভর্নর

১ম পৃষ্ঠার পর

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। এ সময় সাবেক দুই গভর্নরের সঙ্গে তাদের সহধর্মিণীরাও ছিলেন। এর পর মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদসহ বিশিষ্টজনরা মঞ্চে উঠে সংবর্ধিত দুই গভর্নরের সঙ্গে গ্রুপ ছবি তোলেন। সংবর্ধনা-পরবর্তী সাবেক দুই গভর্নরই তাদের অনুভূতি তুলে ধরেন। এ সময় দুজনই বণিক বার্তা ও বিআইডিএসের এ উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭৩-৭৫ সময়ে। ১৯৯৮-২০০১ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিযুক্ত হন। এছাড়া জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) কান্ট্রি ডিরেক্টর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার চেয়ারম্যান, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষা কমিটির সদস্য, সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০১৩ সালে সরকার গঠিত পে অ্যান্ড সার্ভিসেস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন এ কৃতী মুখ।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্যও ছিলেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসের গভর্নিং কাউন্সিল ও একাডেমিক কাউন্সিল এবং বিআইডিএসের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের প্ল্যানিং বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে। কর্মজীবনের শুরুর দিকে দুই দফায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ সালে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগেও খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫-০৯ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের (বার্ড) মহাপরিচালক, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর মহাপরিচালক, পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, সিরডাপের গবেষণা বিভাগের পরিচালক, বিআইডিএসের মানবসম্পদ বিভাগের ভিজিটিং স্কলার ছিলেন ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া শিক্ষক ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির। বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে বণিক বার্তা ও বিআইডিএসের উদ্যোগে প্রতিভাবান দুই উদ্যোক্তাকে সম্মাননা জানানো হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন— সিলেটের দক্ষিণ সুরমার মো. আবুল মিয়া ও রাঙ্গামাটির বড়ুয়াপাড়ার বিপ্লব চাকমা। সফল উদ্যোক্তাদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন ড. মসিউর রহমান। এ সময় মঞ্চে ছিলেন ড. কে এ এস মুরশিদ ও দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়ার আগে তাদের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়।

বিপ্লব চাকমা বাঁশজাত বিভিন্ন আসবাব তৈরি করেন। ২০০৮ সালে তিনি মেসার্স আশিকা ক্রাফট অ্যান্ড ব্যাম্বো ফার্নিচার গড়ে তোলেন। বর্তমানে তার উৎপাদিত বাঁশের আসবাব দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতে তিনি আরো চারটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আর মো. আবুল মিয়া আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে নিযুক্ত। তার প্রতিষ্ঠানের নির্মিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক পর্যায়ে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছে।

পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বিপ্লব চাকমা বলেন, গাছ, মাছ আর বাঁশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিখ্যাত। আর এ এলাকার বাঁশ ব্যবহার করে কীভাবে মূল্য সংযোজন করা যায়, সে চিন্তা থেকেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। তিনি বলেন, উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে আন্তর্জাতিক বাজারেও বাঁশের আসবাব রফতানি করা সম্ভব। তিনি বলেন, এখন যে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, তা তৃণমূল উদ্যোক্তাদের সাফল্য ছাড়া সম্ভব নয়। এজন্য তৃণমূল বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেয়া দরকার। আর এ সম্মাননা দিয়ে এত মানুষের সামনে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য বণিক বার্তা ও বিআইডিএসকে ধন্যবাদ।

মো. আবুল মিয়া বলেন, কৃষিকে আরো এগিয়ে নেয়া যায় কীভাবে, সে জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছি। কারণ বিদেশী যেসব প্রযুক্তি কৃষিতে ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কে বাংলাদেশের কৃষকরা অবহিত নন। তাই তাদের জন্য লাগসই দেশীয় প্রযুক্তির কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যাচ্ছি। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরো নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও সরবরাহ করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের বাছাই করতে চলতি বছরের জুন-জুলাইব্যাপী বণিক বার্তায় এ-বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। পত্রিকার পাশাপাশি অনলাইন সংস্করণেও তা প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি বণিক বার্তার জেলা প্রতিনিধিদের এ উদ্যোগে সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান, যারা ক্ষুদ্র ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগে অর্থায়ন করে আসছে, তাদের কাছেও উদ্যোক্তার খোঁজ প্রদানে সহায়তার আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়।

প্রাথমিকভাবে ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে আসা আবেদন যাচাই-বাছাই করে দুজন উদ্যোক্তাকে নির্বাচন করা হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস।

অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ। তিনি বলেন, বণিক বার্তার এ আয়োজনের পাশে থাকতে পেরে বিআইডিএস আনন্দিত। কারণ একটি জাতি যদি তার কৃতী সন্তানদের মূল্যায়ন করতে না পারে, সে জাতি সফল হতে পারে না। বণিক বার্তা জাতির এমন দুজন কৃতী সন্তানকে সংবর্ধনার আয়োজন করেছে, যারা সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করে গেছেন। আর এমন দুজন তৃণমূল উদ্যোক্তাকে সম্মাননা দেয়া হয়েছে, যারা নিজ চেষ্টায় আজ প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগে বণিক বার্তার সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন তিনি।

শারমিন লাকির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সর্বশেষ আয়োজন ছিল সামিনা চৌধুরীর একক সংগীত পরিবেশন।